দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 29 JAN 1989
পৃষ্ঠা 3 কলাম 5

010

পরীক্ষা সংক্রান্ত সার্কুলারে শিক্ষক মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া

ময়মনসিংহ, ২৭শে জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)—শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনার ব্যাপারে জারিকৃত সার্কুলারের ফলে ময়মনসিংহে শিক্ষকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে।

গত ১২ই জানুয়ারী ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে শহরের সকল স্কুলের

(১০ম পৃ: দ্র:)

পরীক্ষা সংক্রান্ত

(৩য় পৃ: পর)

প্রধান শিক্ষকগণ এক সভায় মিলিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যেহেতু তাহাদের স্কুলের শিক্ষকদের অনেকের ছেলে মেয়ে অথবা নিকট আত্মীয় আগামী এস এস সি পরীক্ষায় অংশ নিবে এবং অন্য সকলেই প্রাইভেট টিউশনী করেন সেহেতু তাঁহারা কেহই উক্ত পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন কাজ করার যোগ্য নহেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ১০ই অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত সার্কুলারে বলা হয়, যে সমস্ত শিক্ষকের ছেলে-মেয়ে অথবা নিকট আত্মীয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে এবং যে সমস্ত শিক্ষক ঐ সমস্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী কোন ছাত্রের প্রাইভেট টিউশনী করেন তাহারা সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার পরীক্ষক বা ইনভিজিলেটরসহ পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনকাজ করিতে পারিবেন না।

এই এলাকার স্কুল-কলেজসমূহের অধিকাংশ শিক্ষক মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিক ও শিক্ষকদের জন্য মর্যাদাহানিকর বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহ সংবাদদাতা জানান, যে সকল শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনী করেন, তাঁহারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না মর্মে সার্কুলার জারির পর ঝিনাইদহে শিক্ষক মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। কয়েকজন প্রবীণ শিক্ষক জানান, এই নির্দেশ কার্যকর হইলে পরীক্ষা গ্রহণে সমস্যা দেখা দিবে। কারণ দেশের বেশীরভাগ শিক্ষকই প্রাইভেট টিউশনী করিয়া থাকেন। প্রাইভেট টিউশনী বাদ দিয়া কোন শিক্ষকই পরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করিতে আগ্রহী হইবেন না।